দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... APR. 1 1 2000
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

আসন্ন পরীক্ষার আতঙ্ক

আবার আসছে সেই ভয়াবহ মানুষখেকো পরীক্ষা। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় নকলের মহোৎসবে মর্মান্তিকভাবে হারিয়ে গেছে ৭টি অমূল্য জীবন, যার নজির পৃথিবীর কোথাও নেই। সেই পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মানিত টিএনও, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবান আপাতত হাফ ছেড়ে বেঁচেছেন বটে কিন্তু ২৭ এপ্রিল আবার সেই ভয়াবহ পরিস্থির পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় তাদের অনেকে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন। কী উপায়ে আসন্ন বৈতরণী পাড়ি দেয়া যাবে এটাই তাদের ভাবনা। বলাবাহুল্য, নকল ঠেকাতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা যতই জোরদার করা হচ্ছে, নকল প্রবণতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেবল প্রচলিত ব্যবস্থায় এ যাবৎ নকল প্রবণতা রোধ করা যায়নি, যাচ্ছে না এবং যাবে না বলে চিন্তাশীল অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিশ্বাস। তাই বলে নকল প্রক্রিয়া চরিতার্থের জন্য গোটা জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া বা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়া যায় না। জাতিকে এ অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। তাই একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিকে সু-সংগঠিত করার লক্ষ্যে এহেন কলঙ্কজনক অধ্যায়ের অবসান অবশ্যই ঘটাতে হবে। শিক্ষা এবং পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি পরিবর্তনের মাধ্যমে শতকরা ৮০ ভাগ নকল রোধ করা সম্ভব। এমতাবস্থায় শিক্ষা ক্ষেত্রে সার্বিক দুর্নীতির অবসান এবং দূষণমুক্ত শিক্ষা চালু না হওয়া পর্যন্ত নকল প্রবণতা রোধ করার কোন বিকল্প পন্থা আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং জাতিকে নকলের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে কেবল বলপ্রয়োগ না করে নকল প্রবণতার উৎসসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিকারে বলিষ্ঠ এবং কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

–এম এ হাকিম
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক,
নকলা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
জেলা-শেরপুর।